বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

সূত্র নং- বিএসইসি/ সার্ভেইল্যান্স/মুখপাত্র(৫ম খন্ড)/২০১৯/৩২৬

তারিখ: ২৫ আশ্বিন , ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্যোগে অদ্য ১০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ সোমবার বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ২০২১ সালের জন্য ‘স্টক ব্রোকার ও ডিলার’, ‘মার্চেন্ট ব্যাংকার’ এবং ‘অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি’-এই তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণের মাধ্যমে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় ‘বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে’র সেলিব্রেটি হলে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্যনেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি অন্যান্যের মধ্যে বলেন, “পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে আমরা প্রায় এগারো’শ প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে আমরা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করছি। পুরস্কার বা যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে উদ্যম তৈরি করছি। পুঁজিবাজারের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে প্রতিযোগিতার ফলে ভবিষ্যতে আরো ভালো কাজ আমরা দেখতে পাবো। আজকে যারা পুরস্কার পাচ্ছেন তারাসহ পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সকলেই আগামীতে পুঁজিবাজারের উন্নয়নে আরো উদ্যোগী হবেন এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।” তিনি আগামীতে এধরণের পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করার পরিকল্পনার কথা জানান এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

এরপর, পুরস্কার প্রদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ‘স্টক ব্রোকার/ডিলার’ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয় – ১ম পুরস্কারঃ আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ২য় পুরস্কারঃ লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড এবং ৩য় পুরস্কারঃ গ্রিন ডেলটা লিমিটেডকে।

মার্চেন্ট ব্যাংকার ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয় – ১ম পুরস্কার:আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ও ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, ২য় পুরস্কারঃ সন্ধানী লাইফ ফিনান্স লিমিটেড ও সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেস লি. এবং ৩য় পুরস্কারঃ লংকাবাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডকে।

'সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি' ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয় – ১ম পুরস্কার: শান্তা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, ২য় পুরস্কার: অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লি. এবং ৩য় পুরস্কার: আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডকে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ পুরস্কার বিজয়ীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার অনুষ্ঠানে স্মরণ করছি এদেশের স্বাধীনতার সাথে যাদের ত্যাগ ও অবদান জড়িয়ে আছে তাদের সকলকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এদেশকে শুধু স্বাধীনই করেননি, এদেশকে সোনার বাংলা করার স্বপ্ন দেখেছেন। আজ সেই সোনার বাংলা গড়ে তুলতে কাজ করছেন তারই সুযোগ্য কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা"। তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য পুঁজিবাজারের উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, "২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে রুপান্তরে পুঁজিবাজারকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। দেশের উন্নয়নের পথে মূলধনের যোগান দিবে পুঁজিবাজার।" তিনি সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিয়োজিত হবার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম দেশ ও দেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং তাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টা ও অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পুঁজি বা মূলধনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন এবং পুঁজিবাজারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের কথা বলেন। তিনি অন্যান্যের মধ্যে বলেন,"আজকের বিশ্বে যারা উন্নত হয়েছে তারা সঠিক নেতৃত্বের ফলেই উন্নত হতে পেরেছে। যদি বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতেন তবে ২০০০ সালেই বাংলাদেশ উন্নত দেশ হয়ে যেত। আমরা নেতৃত্ব হারিয়েছিলাম। এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছেন। আমাদের যোগ্য নেতৃত্ব আছে। সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি আমরা ও পারবো উন্নত দেশগুলোর মতো করে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে।" তিনি বিএসইসির নানা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কৃত করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

জারের
ন্নতি
অর্থনীতির
প্রগতি
পুঁজিবাজারের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য
স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী
৫০ পুরস্কার
২০২১
স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পু
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বাজারের
উন্নতি
অর্থনীতির
প্রগতি
পুঁজিবাজারের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য
স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী
৫০ পুরস্কার
২০২১
স্বাধীনতা সুবর্ণজয়
১০ অক্টোবর, ২০২২
সেলিব্রিটি হল, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
বাংলাদেশ সিকিউরিটি

স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী
পুরস্কার
২০২১
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যা

স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার
পুঁজিবাজারের উন্নতি
জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি
স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী
পুরস্কার
২০২১
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন